আজকের কাগজ

তারিখ 19 OCT 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

41

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার হালচাল

সরকার সবার জন্য অর্থাৎ কচি কচি শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছেন। কিন্তু সরকার-এর কার্যকর ব্যবস্থা যতটুকু না বাস্তবে করেছে তার চেয়ে ঢের বেশি করেছে মুখে। রেডিও-টেলিভিশনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার যে জোর প্রচারণা চালানো হচ্ছে তাতে মনে হয় দেশে প্রাথমিক শিক্ষার জোয়ার বইছে। সরকারতো মুখে বলেই খালাস। বাস্তব অবস্থা এর চেয়েও আরো ভিন্ন। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করলে যে, সব শিশুরা বই হাতে স্কুলে যাবে এমন কোনো কথা নেই। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই দরিদ্র। অনেকে দিন আনে দিন খায়, আবার অনেকের দু'বেলা ভাতও জুটে না। তাই তাদের কাছে ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি- আর প্রাথমিক শিক্ষা তো অনেক দূরের কথা। মৌলিক চাহিদা পূরণের পূর্বে শিক্ষা না মৌলিক চাহিদা পূরণের পর শিক্ষা? যেখানে সিংহভাগ মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ হয়নি সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা তো আকাশ কুসুম কল্পনা। সরকারের উচিত প্রথমে দারিদ্র্য দূরীকরণ। অনেক পরিবার আছে যেখানে ছোট্ট শিশুটিকে পর্যন্ত জীবিকার জন্য কাজ করতে হয়। আর ছিন্নমূল শিশুরা যে আমাদের সমাজে শুধুই ছিন্নমূল তা অনেক আগেই দেখেছি। এদের

সুন্দর সুন্দর নাম হয়, এদের নিয়ে সভা, সেমিনার ইত্যাদি হয়, উন্নয়ন কল্পে টাকা বরাদ্দ করা হয়, কিন্তু তাদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না। তাছাড়া পত্র-পত্রিকায় আমরা প্রায়ই পেয়ে থাকি অমুক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অভাব, আসবাবপত্রের অভাব, সরকারি সাহায্যের অভাব ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব সমস্যা সমাধান না করে প্রাথমিক শিক্ষা যে কিভাবে কার্যকর করা হবে তা আমার বোধগম্য হচ্ছে না? তাই সরকারের উচিত প্রথমে প্রকৃত সমস্যা সমাধান করা। টিভি'র মাধ্যমে প্রচার/প্রচারণায় কিছুই হবে না। কারণ অনেক গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি এবং দরিদ্র, অশিক্ষিত মানুষের যেখানে পেটের ভাত জুটে না সেখানে টেলিভিশন দেখাটা ঘোড়ারোগের মতো। এসব রসালো প্রচারণা যারা শহরে থাকে তারা দেখেই শুধু আনন্দ লাভ করে, তাদের সন্তানদের তো আর দরিদ্র মানুষের সন্তানদের মতো বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয় না। গ্রামের দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থানের প্রয়োজন। ফলে তারা তাদের ছোট্ট সন্তানদের কাজে না লাগিয়ে স্কুলে পাঠাতে পারবে। দেশের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় যেসব সমস্যায় জর্জরিত সরকারের উচিত এসব সমস্যা সমাধান করা। আশা রাখি সরকার এ বিষয়ে গুরুত্ব দেবেন, নচেৎ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা শুধুই কাগজে কলমে চাপা থাকবে, বাস্তবে পরিণত হবে না।

রাজীব দাশ
গ্রাম + ডাকঃ কৈনপুরা,
থানা- আনোয়ারা,
জেলা- চট্টগ্রাম।